Discuss the political conditions of the Arabiya in the pre-Islamic era

(ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করো)

ইসলামের আবির্ভাব মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ছিল চরম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও সংকটময়।বিশেষ করে রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয় ও হতাশাব্যঞ্জক। শহরবাসী আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা কিছুটা উন্নত থাকলেও মরুবাসী আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। নিম্নে ইসলামপূর্বে আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

কেন্দ্রীয় শাসনের অভাব: ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র আরবে একক কোনো কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। গোত্রশাসনই ছিল তাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের মূল ভিত্তি। কেন্দ্রীয় শাসন সম্পর্কে তারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ । রাজনৈতিক ঐক্যের অভাবে গোটা আরব সমাজ শতধাবিভক্ত ছিল। 'জোর যার মুল্লুক তার' ও' খুনকা বদলা খুন'— এই ছিল তাদের রাজনৈতিক দর্শন।

গোত্রীয় শাসন: উত্তরে বাইজান্টাইন ও দক্ষিণে পারস্য শাসিত কিছু রাজ্য ব্যতীত সমগ্র আরব দেশ অসংখ্য গোত্রপতিদের দ্বারা শাসিত হতো এবং তারা ছিল স্বাধীন । গোত্রীয় শাসনব্যবস্থায় কোনো নিয়মিত বা সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল না ।

শেখতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র: ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবগণ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং গোত্রের দলপতিকে বলা হতো শেখ । প্রতিটি গোত্র শেখের মাধ্যমে শাসিত হতো ।বিচার , সমর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শেখ সর্বময় কর্তা ছিলেন । সবই ক্ষেত্রে তাঁর কথা ছিল শেষ কথা।

স্বগোত্র প্রীতি: আরবদের রাজনীতিতে বিশেষ স্থান দখল করেছিল স্বগোত্র প্রীতি । এটি ছিল তাদের শাসনব্যবস্থার মূলনীতি । এ নীতির মাধ্যমে গোত্রের প্রত্যেকটি লোক একে অন্যকে রক্ষা করতো বা অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারন করতো।

পরা গোত্রীয় কলহ: কেন্দ্রীয় শাসন প্রচলিত না থাকায় ইসলামপূর্বে আরবে গোত্রকলহ ভয়াবহ আকার ধারণ করে । গোত্রীয় সদস্যদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় থাকলেও ভিন্ন গোত্রের প্রতি তারা ছিল শত্রুভাবাপন্ন। পানির জলাশয়, তৃণভূমি ও গবাদিপশুর মতো অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এক গোত্রের সাথে অপর গোত্রের বিরোধের সূত্রপাত হতো । ঐতিহাসিক গীবনের, "অজ্ঞতার যুগে আরবে প্রায় ১, ৭০০ যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়"।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ: আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সংঘটিত হতো । মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে সংঘটিত ' বুয়াসের যুদ্ধ ' এবং মক্কার কুরাইশ ও হাওয়াজিন গোত্রের মধ্যে সংঘটিত ' হরবুল ফুজ্জার যুদ্ধ ' ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল

। এছাড়া বনু বকর ও বনু তাঘলিব গোত্রের মধ্যে যে ' বাসুসের যুদ্ধ ' সংঘটিত হয় , তার স্থায়িত্ব হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর।

বহিঃআক্রমণ: আরবরা একদিকে নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, অন্যদিকে , আবার বহিঃশত্রুর সাথেও তাদেরকে যুদ্ধ করতে হতো ।কোনো কেন্দ্রীয় শাসন না থাকায় সাম্রাজ্যবাদী দুই পরাশক্তি রোমান ও পারস্যের লোলুপদৃষ্টি আরবদের উপর পড়ে । উত্তর আরবে রোমানগণ এবং দক্ষিণ আরবে পারসিকরা কর্তৃত্ব খাটানোর চেষ্টা করতো। ।

উপরিউক্ত আলোচনা সহজেই অনুমেয় যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা ও হতাশাব্যঞ্জক। তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উপর। তবে ইসলামের আবির্ভাবের পর বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়।

প্রস্তুতকারক
সেখ মঈনুদ্দীন, বিভাগীয় প্রধান
আরবি বিভাগ, গৌড় মহাবিদ্যালয়
মঙ্গলবারি, মালদা